কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে লাখি খাতুন (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৮ জুন) সকালে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ এলাকার নিজবাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারখালী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার।

গৃহবধূ লাখি খাতুন ওই এলাকার ইলেকট্রিশিয়ান আশরাফুলের স্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাসার কাজ শেষে ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে ছোট টুল নিয়ে বাথরুমে যায়। বাথরুমে প্রবেশের পর অনেকটা সময় পার হলেও আর বের হয় না লাখি।

এরপর পরিবারের লোকজন স্বামী আশরাফুলকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আশরাফুল দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পায়।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, বাথরুম থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ডের স্ট্যাটারকে তুচ্ছ ঘটনায় বেদম মারপিট

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাস স্ট্যান্ডের স্টাটারকে তুচ্ছ ঘটনায় বেদম মারপিট করে আহত করা হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে বড় বোয়ালিয়ার ৪ যুবক কাটাম পেটা করে তাকে আহত করে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় লোকজন ভয়ে ওই যুবকদের কিছু বলার সাহস করেনি।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাস স্ট্যান্ডে বেলা সাড়ে ১২টার একটি বাস এসে দাড়ায়। এ সময় বাসের সামনে আটো এসে পড়লে স্ট্যান্ডের স্ট্যাটার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের ছানোয়ার হোসেনের ছেলে ডাবলুরর সাথে অটো চালক তর্কে লিপ্ত হয়।

এক পর্যায়ে সে বাড়ি চলে যায়। পরে বড় বোয়ালিয়ার রুবেল, বিকাশ, সাইদুল ও সোহেলকে ডেকে আনে। ওই ৪ যুবক বাটাম পেটা করে স্ট্যাটার ডাবলুকে মারাত্মক আহত করে। স্থানীয় লোকজন ওই ৪ যুবকের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসার সাহস করেনি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ প্যানেল মেয়র নির্বাচিত

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ প্যানেল প্যানেল মেয়র নিবার্চন অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০ দিকে পৌর মেয়রের অফিস কক্ষে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনুর সভাপত্তিত্বে অনুষ্টিত এ সভায় সকল কাউন্সিলরগণের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খন্দকার মজিবুল ইসলামকে প্যানেল মেয়র-১, ৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ জহুরুল ইসলাম স্বপনকে প্যানেল মেয়র-২ ও ৩নং ওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন’কে প্যানেল মেয়র-০৩ নিবার্চিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সদরউদ্দিন ভোলা, আলাল উদ্দিন, আব্দুল গাফ্ফার,বাপ্পি, এস এম বাবু, সাইফুল ইসলাম, আবু ডালিম হোসেন প্রমুখ। মেয়র হাসান কাদির গনু প্যানেল মেয়রদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়াও পৌর সভা কর্মচারি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও প্যানেল মেয়র দের অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করলেন এমপি সরওয়ার জাহান বাদশাহ

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) প্রকল্পের আওতায় ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত মাটির নতুন সংযোগ রাস্তা নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে এ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আ.কা. ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ। এসময় তিনি বলেন, এ সরকার উন্নয়নের সরকার এ সরকার জনগণের সরকার। আমার বৃহত্তর দৌলতপুরের এই চরাঞ্চলের মানুষের জন্য আমি প্রতিনিয়ত কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই চরাঞ্চলের মানুষেরা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হতো সেসব আর এখন নেই। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে উন্নয়নের মহাসড়কে থাকাই এক্কেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নানান উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এসব চরাঞ্চল এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট ব্রিজ-কালভার্ট বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করা হচ্ছে। এলাকার মানুষকে সুযোগ সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর। একইসাথে চরবাসীর প্রতিটা লালতি স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মহব্বত নামের একজন জানান, চরের ব্যাপক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে ৩৬ বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। তিনি বলেন, আমার শৈশব-কৈশরের অধিকাংশ সময় কেটেছে সিরাজনগর গ্রামে নানা বাড়ীতে। এর একটা মুল কারন ছিল চরাঞ্চল থেকে ডেঙ্গায় আমার দাদা পরিবার নিয়ে বসবাস করার সুবাদে আমরা একঘর রিফুইজি হবার কারনে আমার ভালো লাগতো না।

তাছাড়া খেলার কোন সাথী না থাকাটাও বড় কারন ছিল। নানাবাড়ী মামাতো অনেক ভাইদের সাথে সময়টা খুব ভাল কাটতো। যাই হোক, আজকে যেখানে সড়কটি তৈরী হচ্ছে, এখানে আমরা ছোট বেলায় অনেক খেলাধুলা করেছি, চরের মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন রাস্তায় হেঁটে আসার করুন দুর্দশা দেখেছি, মনে হত ইস্! ডেঙ্গাঞ্চলের মত যদি রাস্তা থাকতো মানুষের গরু-বাছুর নিয়ে, মহিলাদের পুটলা-পুটলি নিয়ে কি সহসায় আসা যাওয়া করতে পারতো। পরবর্তীতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক রাজনীতিবিদ-আমলাদের কাছেও জানতে চেয়েছি চরের মধ্যের রাস্তা হয়না কেন? বরাদ্দ দেয়া হয়না কেন? চরের মানুষের খুব কষ্ট হয়।

অধিকাংশ জনরাই জবাবে বলেছে এবছর বরাদ্দ দিয়ে কাজ করলে পরের বছর বন্যা এসে ধুয়ে যাবে; যা ছিল তাই হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। তবে মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল, চরের সকল মানুষের মতই অন্ততঃ সিরাজগনর চরের মধ্য দিয়ে আলীনগর এর রাস্তাটি হউক। কারন এ রাস্তাটিতে আমার অনেক স্মৃতি বিজড়িত। তিনি আরও বলেন, সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পর চরবাসী নিজেদের সন্তানকে ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার ফলে উন্নয়নের আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। তারই প্রতিফলন স্বপ্নের এই রাস্তাটির বাস্তবায়ন। চরের মানুষের অনুভুতির নাম সরওয়ার জাহান বাদশাহ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

জাপানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি

জাপানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখায় এ বছর দুই বাংলাদেশিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান’ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাপান।

বৃহস্পতিবার জাপানের রাজধানী টোকিওতে ২০২১ সালের স্প্রিং ইম্পেরিয়াল ডেকোরেশনে বিদেশি পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর দেশটি সর্বোচ্চ এই বেসামরিক সম্মাননা দিয়ে থাকে।

এবার সম্মাননা পাচ্ছেন যে দুই বাংলাদেশি, তারা হলেন- উত্তরা গ্রুপ অফ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান এবং বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু সায়েদ।

তাদের মধ্যে মতিউর রহমানকে বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে অবদান রাখায় ও আবু সায়েদকে বাংলাদেশের ওয়ার সিমেট্রিতে থাকা জাপানিদের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখায় এই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকার জাপান দূতাবাস থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে অবদান রাখায় জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রথম প্রেসিডেন্ট ও উত্তরা গ্রুপ অব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড রেইস উইথ রোসেটে’ সম্মাননায় ভূষিত হচ্ছেন।আর বাংলাদেশের কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার সিমেট্রিতে থাকা জাপানিদের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখায় ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড অ্যান্ড সিলভার রেইস’ সম্মাননা পাচ্ছেন বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশনের সাবেক কান্ট্রি ম্যানেজার মোহাম্মদ আবু সায়েদ।

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও অপর বহু রাষ্ট্রের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এবং দেশ বিদেশের গণ মাধ্যমে মুজিবনগর কে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম সরকার কে ‘মুজিবনগর সরকার’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা কে মুজিবনগর হিসেবে নাম করণ করে রাজধানী ঘোষণার আগে, বাংলাদেশের প্রথম সরকার অপর কোন শহর, গ্রাম বা স্থানকে কখনোই রাজধানী ঘোষণা করেনি। পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়া কেও নয়।

৩। ২৫ মার্চ রাতে নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর ঘৃণ্য আক্রমণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি উল্লেখ যোগ্য ঘাঁটি ছিল চুয়াডাঙ্গা। আমাদের মনে আছে এত দঞ্চলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুষ্টিয়াতে এবং সে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

মেয়েদের বাল্য বিয়ের অনুমতি চেয়ে মায়ের আবেদন, ইউএনও’র লেখাপড়ার দায়িত্বভার গ্রহণ

মুজিবনগরে লেখাপড়ার খরচ মেটাতে না পারায় মেয়েদের বাল্য বিয়ের অনুমতি চেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে আবেদন করেছেন এক হতভাগ্য মা। কিন্তু মেয়েরা লেখপাড়া করে নিজেদের স্বাবলম্বী করতে চান।
মেয়েদের ইচ্ছা পূরণ করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: উসমান গনি তাদের ৮ মাসের লেখাপড়ার খরচ, ইউনিফর্ম কেনার জন্য আর্থিক সহযোগীতা করে তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। এনিয়ে তিনি তার ফেসবুকে সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যা হুবুহু তুলে ধরা হলো।
স্বামী ভ্যান চালক। কিছুটা বাউন্ডালে স্বভাবের হওয়ায় ঠিকমত রোজগার করতে পারেন না। স্বামীর অতি সামান্য আয়ে সংসার যেন চলছেই না। তার উপর তিন মেয়ের লেখাপাড়ার খরচ ও ভরণপোষণ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই মেয়েদের বিয়ে ছাড়া আর বিকল্প কিছুই চিন্তা করতে পারছে না তিনি। তিনি শুনেছেন বাল্য বিয়ে দিলে জেল হবে। তাই বিয়ের অনুমতি নিতে চার মেয়েসহ আজ আমার অফিসে হাজির হয়েছেন মা। মেয়েরা উপজেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বড় মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে, মেজ মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে, সেজ মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখা করে এবং ছোট মেয়ে মায়ের কোলে।

মেয়েদের কাছে তাদের ইচ্ছা জানতে চাইলে সকলেই একবাক্যে বলে, তারা লেখাপড়া শিখে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তাদের মা বলেন, একটু সহযোগিতা পেলে তিনি কখনও মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের কথা চিন্তা করতেন না। লেখাপড়া খরচ, পোশাক, স্কুলের ইউনিফর্ম, প্রাইভেট শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি খরচ যোগাড় করা এখন অসম্ভব। তিনি আফসোস করে বলেন এসব বিষয়ে একটু সহযোগিতা পেলে তিনি তার মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড় করতেন! তার আফসোস মিটানো হলো।

ফলে শর্ত সাপেক্ষে মেয়েদের ৮ মাসের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ, পোশাকের খরচ, ইউনিফর্মের খরচ নগদ প্রদান করা হলো। শর্তের অংশ হিসেবে তারা তিন বোন আমাকে কথা দিয়েছে- এখন থেকে আরও ভাল করে পড়ালেখা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মা কথা দিয়েছেন- মেয়েরা

লেখাপড়া শিখে বড় না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা আর চিন্তাই করবেন না। শর্ত দুটি পূরণ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরবর্তীতে আরও সহযোগিতা করা হবে।

দোয়া করি সকলের ইচ্ছাই পূরণ হোক। মেয়েগুলো অনেক বড় হয়ে বাবা- মায়ের মুখে হাসি ফুটাক।

পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

জগৎ সংসারের শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝে যার একটু সান্ত্বনা আর অনুপ্রেরণা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয়, দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যিনি মাথার উপর ছাঁয়া হয়ে দাড়াঁন তিনিই হলেন পিতা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, এই দরজাকে ধ্বংস করে দিতে পার। অথবা এই দরজাকে রক্ষা করতে পার। (তিরমিযী)

ইসলামে পিতার আনুগত্য ও মর্যদার প্রতি খেয়াল রেখে সদ্ব্যবহার ও আদব রক্ষা করে চলা সন্তানের উপর অপরিহার্য।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের অবস্থা দেখুন! তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় দেখতেন যে, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন। এবং তার যেমন ইচ্ছা হয় নাক, কান, চোখ এবং দেহাবয়ব কাটেন, ফুটা করেন এবং জোড়া লাগান। তারপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। তাহলে, এগুলো কি খোদা হতে পারে? কিম্বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না, এরপর নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ দিলেন।

আর মূর্তি পুজার বিপক্ষে যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের সথে তাঁর পিতার বির্তক হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাকে বললেন, কুরআনের ভাষা: ‘ইব্রাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর

নিক্ষেপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।’(সুরা মরইয়াম; ৪৬)

এমন কঠোর ও মনোবেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লাম পিতার সম্পর্কের মর্যদা রক্ষা করে বলেছেন যে, কুরআনের ভাষা: ‘আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহ, তিনি আমার প্রতি সতিশয় দয়াবান।’(সুরা মরইয়াম; ৪৭)

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু; ‘প্রেমিকা’ রিয়ার বিরুদ্ধে মামলা

বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিহারের আদালতে গতকাল শনিবার এ মামলা করা হয়েছে। আগামী ২৪ জুন মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

গত ১৪ জুন মুম্বাইয়ে নিজ বাসা থেকে সুশান্তের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সুশান্তের সঙ্গে রিয়ার প্রেম ছিল বলে জানা গেছে। আত্মহত্যার আগের রাতে রিয়াকে কলও করেছিলেন সুশান্ত। তবে রিয়া সেই কল ধরেননি।

সুশান্তের মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল রিয়ার। তার জেরে রিয়া ৬ জুন সুশান্তের ফ্ল্যাট ছেড়ে বান্ধবীর বাসায় উঠেন।
পাটনার ছেলে সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় অপর এক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে অভিনেতা সালমান খান, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও নির্মাতা আদিত্য চোপড়া, নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানশালী, করন জোহর ও একতা কাপুরকে। সেই মামলার বাদী সুধীর কুমারের অভিযোগ তারা সুশান্তের ক্যারিয়ার থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সূত্র: হিন্দুস্থান টাইমস

জীবন বাঁচাতে যারা রক্তের যোগান দেন

মানুষকে ভালোবেসে যতগুলো ভাল কাজ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদান। দিন দিন স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে। এই সব রক্তদাতাদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করছেন মেহেরপুরের জুয়েল রানা, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশি, বিজনসহ কয়েকজন।

মেহেরপুরের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গড়ে তোলা হয়েছে Blood donation group in meherpur নামের একটি গ্রুপ। প্রায় ১ হাজার সদস্য নিয়ে রক্তদান করে আসছে এই গ্রুপটি। ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে এদের কর্মকাণ্ড।

গ্রুপটি পরিচালনা করার জন্য অন্যদের মধ্যে আছে, জাহিদ ইসলাম দোলন, রাকিব ইসলাম, মিলন, লালন, রাজন, তানিম মোহাম্মদ তুহিন, হাসিবুল, বাপ্পি ও মোডারেটর হিসেবে আছে, অনিক ইসলাম, আসিফ ইসলাম, বাপ্পি, স্বাধীন।

নীরব-নিভৃতে আর্তমানবতার সেবায় মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে নিরলস কাজ করে চলেছে গ্রুপটি শরীরের রক্ত দিয়ে তারা অন্যের জীবন বাঁচাতে জাগরিত প্রাণ। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন অভিনব এই ব্লাড ব্যাংক। অন্যের রক্ত যোগাড় করে দেওয়ায় যাদের কাজ। রক্ত কোন ব্যাগে ভরে রাখা হয় না, থাকে ডোনারের শরীরে। আর ডোনারের নাম, ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ ও ফোন নম্বর লেখা থাকে রেজিষ্ট্রারে। প্রায়োজনেই স্থানীয় হাসপাতাল, ক্লিনিক গিয়ে বিনামূল্যে রক্ত দান করেন ডোনাররা।

গ্রুপের এ্যাডমিন জুয়েল রানা বলেন, আমাদের চারি পাশে বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। হটাৎ করে যদি কারও রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে সে সময় যদি রক্ত না পাওয়া যায় তাহলে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে।বা কোন গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে রক্ত বেশি প্রয়োজন হয়। এসময় রক্ত পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কথা মাথা রেখে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রক্তদাতাদের নিয়ে একটি ফেসবুক গ্রুপ খোলার সিদ্ধান্ত নিই।

যেখানে রক্তদাতাদের আমরা একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসবো। যাতে করে যেকোন সময় কোন রোগীর জন্য আমরা রক্ত জোগাড় করে দিতে পারি।

গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার পর রক্ত না পাওয়া গেলে, তারা ডোনার লিস্ট থেকে ডোনারদের ফোন দিয়ে রক্তদানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইসব রক্তদানে রক্তদাতা ও রক্তগ্রহিতা উভয়েই আমাদের অপরিচিত। রোগীর রক্ত যোগাড়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন নেই।

আমাদের এখানে কেউ ছাত্র, কেউ চাকুরীজীবী, কেউবা বেকার, সবাই নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম দিয়ে শুধু মাত্র আত্মতৃপ্তি আর মানবতার জন্য এই কাজ গুলো করে থাকি।

গ্রুপে মূল্য উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি জানান, মুলত রক্তের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের একটি সরাসরি সেতুবন্ধন করে দেয়াই এর কাজ! রক্তের জরুরি প্রয়োজনে কাউকে যেন দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছোঁটাছোটি করতে না হয়। অসহায় গরীব মানুষগুলোকে যেন উচ্চমূল্য দিয়ে রক্ত কিনতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দেওয়া।

মেপ্র/এমএফআর